প্রথম আলো

03 AUG 2008

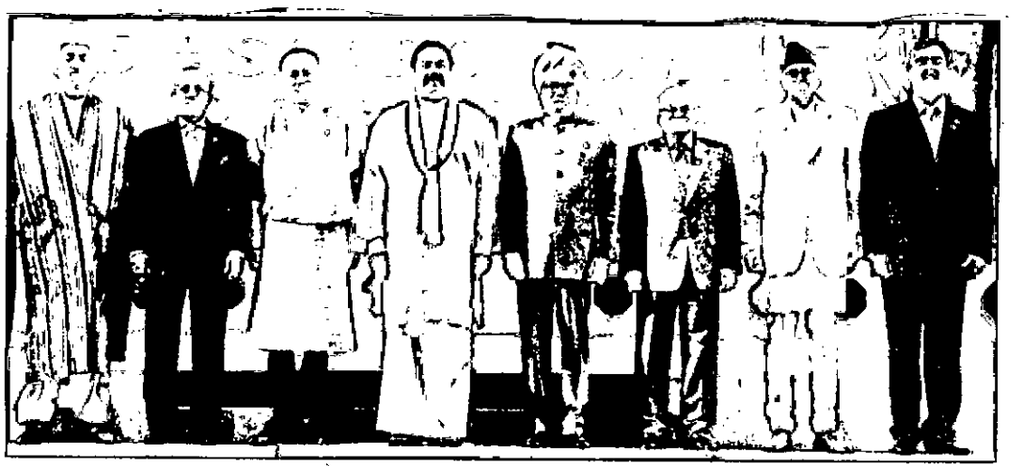

কলম্বোয় পঞ্চদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়ার আট নেতা। (বাঁ থেকে) হামিদ কারজাই, ড. ফখরুদ্দীন আহমদ, লিওনচে জ্রিগমে থিনলে, মাহিন্দা রাজাপক্ষে, মনমোহন সিং, মামুন আবদুল গাইউম, গিরিজা প্রসাদ কৈরালা ও ইউসুফ রাজা গিলানি —এএফপি

সার্ককে জনগণের সংস্থায় পরিণত করতে চান শীর্ষ নেতারা

কলম্বোয় পঞ্চদশ সম্মেলনের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন

মোস্তফা কামাল, *কলম্বো থেকে*

SAARC

শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা—সার্কের দুই দিনব্যাপী পঞ্চদশ শীর্ষ সম্মেলন গতকাল শনিবার থেকে শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সার্কের আট সদস্য দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানেরা এ অঞ্চলকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, নিরাপদ ও সমৃদ্ধিশালী হিসেবে গড়ে তুলতে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত এবং সন্ত্রাস দমনে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল সকালে কলম্বোয় বন্দরনায়কে স্মৃতি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হলে সার্ক সম্মেলনের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের উদ্বোধনকালে এ আহ্বান জানান হয়। সার্ক নেতারা বলেন, এ অঞ্চলের সব কটি দেশই সন্ত্রাসের ভয়াবহ শিকার। সন্ত্রাস সম্ভাবনাময় এ অঞ্চলের স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত করছে। সার্ক দেশগুলোকে একযোগে কঠোর হাতে সন্ত্রাস মোকাবিলা করে এ অঞ্চলকে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

অনুষ্ঠানে আট নেতা প্রায় একই সুরে দারিদ্র্য বিমোচন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা অর্জন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধা অপসারণ এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন।

সার্ক নেতারা বলেন, দেড় শ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। তাদের জীবনমান উন্নয়নে অভিন্ন কর্মপন্থা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার এখনই সময়। যাতে অল্পসময়ের মধ্যেই এ অঞ্চলটি এশিয়ার একটি অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে বিকাশ লাভ করতে পারে। এ জন্য বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় সমন্বিত কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২ ● আরও খবর: পৃষ্ঠা-৬

সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন ড. ফখরুদ্দীন আহমদ —পিআইডি

আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী। সার্কে অগ্রযাত্রার ঘোষণা থেকে বাস্তবায়নের পথে পা বাড়িয়েছি। এর সুফলও আসতে শুরু করেছে। তাই আমাদের কার্যক্রম অগ্রাধিকারভিত্তিক ও যৌক্তিক হওয়া দরকার। যাতে সার্কের সুফল আমাদের জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারি।'

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সন্ত্রাসবাদ আমাদের স্থিতিশীলতার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। আমাদের সামাজিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে এমন ঘৃণ্য ও জঙ্গি কর্মকাণ্ডের কাছে আমরা হেরে যেতে পারি না।' তিনি বলেন, সন্ত্রাসী ও জঙ্গিদের কোনো সীমানা নেই। তিনি তাঁর ভাষণে কাবুলে ভারতীয় দূতাবাস, বেঙ্গালুরু ও আহমেদাবাদে সন্ত্রাসী হামলার উল্লেখ করেন।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানি বলেন, 'এখন সময় এসেছে জনগণকে সার্কের মূল কেন্দ্রে স্থান দেওয়ার। জনগণই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। জনগণের জন্য সার্ককে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে হবে।' তিনি বলেন, এ অঞ্চলের মধ্যে পাকিস্তান সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাসী আক্রমণের শিকার। এর থেকে পুরো অঞ্চলকে মুক্ত রাখতে ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব সবার।

আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই বলেন, আফগানিস্তান আজ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের থাবায় জ্বলছে। সন্ত্রাসবাদের রুদ্রমূর্তি এ অঞ্চলের মানুষ অবলোকন করছে। তিনি বলেন, পাকিস্তানে সন্ত্রাস ও এর সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড আরও গভীরতর হচ্ছে। বেনজির ভুট্টোর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে তা প্রতিফলিত হয়েছে। এখন বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা করা। হীনম্মন্য রাজনীতি ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ বহাল রাখলে সন্ত্রাসবাদ আরও বেড়ে যাবে।

শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপক্ষে বলেন, সার্ককে জনকেন্দ্রিক, সমন্বিত আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ও অংশীদারমূলক করতে হবে। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সংযোগ গড়ে তুললে জনগণের মধ্যে যোগাযোগ দৃঢ় হবে।

নেপালের প্রধানমন্ত্রী গিরিজা প্রসাদ কৈরালা বলেন, সার্কের আওতায় যুগপৎ কার্যক্রম হাতে নিলে সামগ্রিক অগ্রগতি সাধন সম্ভব হবে। কারণ ২৩ বছরে সার্ক এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে আস্থা

সার্ককে জনগণের সংস্থায় পারণত করতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জরুরি বলে তাঁরা মনে করেন।

বিশ্বব্যাপী খাদ্যদ্রব্যের অব্যাহত মূল্যবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে শীর্ষ নেতারা বলেন, এর বিরূপ প্রভাবে এ অঞ্চলের মানুষ ভয়াবহ খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রত্যাশিত খাদ্য উৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলা তথা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ। তাই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন, কৃষিতে বহুমুখী ফলন উদ্ভাবনসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

প্রায় তিন ঘণ্টা স্থায়ী পঞ্চদশ সার্ক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি ছিল বর্ণাঢ্য ও জাঁকজমকপূর্ণ। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন স্বাগতিক শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপক্ষে। সম্মেলনে যোগ দেওয়া অপর সাত দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানেরা বিশেষ প্রহরায় তাঁদের হোটেল স্যুট থেকে সম্মেলন হলে এসে পৌঁছালে শ্রীলঙ্কার ঐতিহ্যবাহী নাচে-গানে অভ্যর্থনা জানানো হয়। শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রীয় অতিথিদের স্বাগত জানান। পরে শীর্ষ নেতারা আট দেশের পতাকাশোভিত প্রদীপ জ্বালিয়ে ও স্মারক ডাক টিকিট উন্মোচন করে সম্মেলনের সূচনা করেন। এর পরই তাঁরা একসঙ্গে সম্মেলন হলে প্রবেশ করেন এবং অনুষ্ঠান মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও সার্কের বিদায়ী চেয়ারপারসন ড. মনমোহন সিং সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করেন। শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপক্ষে উদ্বোধনী ভাষণ দেন। এরপর তিনি সার্কের রীতি অনুযায়ী সার্ক চেয়ারপারসনের দায়িত্ব নেন। পরে পর্যায়ক্রমে ভাষণ দেন আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই, বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লিওনচে জ্রিগমে থিনলে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইউম, নেপালের প্রধানমন্ত্রী গিরিজা প্রসাদ কৈরালা এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানি।

এ ছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সার্কের অন্যতম পর্যবেক্ষক ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মানুসেহের মোত্তাকি সাতটি দেশ ও সংস্থার পক্ষে বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে সার্কের পর্যবেক্ষক যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মরিসাস এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিরাও যোগ দেন। যুক্তরাষ্ট্রের উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিচার্ড বাউচার এবং অন্যান্য দেশের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধিরা সম্মেলনে সার্কের প্রতি আগ্রহ ও সহযোগিতার আশ্বাসসংবলিত নিজ নিজ দেশের বাণী পৌঁছে দেন।

অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ দক্ষিণ এশিয়াকে আরও শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও অগ্রসর অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সার্কের এই সম্মেলনকে একটি 'টার্নিং পয়েন্ট' উল্লেখ করে বলেন, 'আমাদের পিছিয়ে পড়া চলবে না। স্বপ্ন ও দর্শন নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।' তিনি বলেন, "দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের কল্যাণ ও বৃহত্তর অগ্রগতি সাধন করতে সার্কের জন্য একটি 'রোডম্যাপ' প্রণয়ন করা আমাদের দায়িত্ব। এ জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও অঙ্গীকার প্রয়োজন। বাংলাদেশ এ জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং বলেন, 'দক্ষিণ এশিয়াকে একটি স্থিতিশীল, সক্রিয় ও সমৃদ্ধ অঞ্চলে রূপ দিতে ভারত তার ভূমিকা পালন করতে প্রস্তুত। কারণ আমি